পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Rgn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 05 ❑ 21 Apr. 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ধর্ষণ ও ধর্ষণে সহযোগিতা করার অভিযোগে এক বিজেপি নেত্রী সহ গ্রেপ্তার ৪

প্রতিনিধি : ধর্ষিতা হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে ঘরের মধ্যে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্যের আবেদন করে চিৎকার করছিল বছর ১৫-এর নাবালিকা মেয়েটি। অভিযোগ, তাকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। উল্টে এক যুবক তার মুখে জোর করে জামা গুঁজে দেয়। তারপর তাকে ধর্ষণ করা হয়। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । পুলিশ ধর্ষণ ও ধর্ষণের সহযোগিতা করার অভিযোগে এক বিজেপি নেত্রী সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাড়ির সামনে খেলছিল ওই নাবালিকা। তখন প্রতিবেশী এক যুবক নতুন ক্যামেরা কিনেছে বলে তাকে জানায়। সেই ক্যামেরা দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাকে এসে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়। অভিযোগ, সেই বাড়িতেই ধর্ষণ করা হয়েছে ওই নাবালিকাকে।

নাবালিকার বাবা জানিয়েছেন, মেয়েকে বাড়িতে না পেয়ে তিনি খুঁজতে খুঁজতে প্রতিবেশী অভিযুক্ত মহিলার বাড়িতে যান। গিয়ে দেখেন ওই মহিলা এবং তার ছেলে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে। তার সন্দেহ হওয়ায় তিনি দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকেন। দেখতে পান খাটে তার মেয়েকে বিবস্ত্র অবস্থায় ধর্ষণ করছে এক যুবক। পাশে দাঁড়িয়ে আরও এক যুবক। বাবাকে দেখতে পেয়েই মেয়ে ছুটে আসে। বাবাকে সে জানায়, চিৎকার করলেও তাকে কেউ সাহায্য করেনি। ওই সময় অভিযুক্তরা সকলেই পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে অবশ্য ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে।

তৃতীয় পাতায়...

বাবাকে খুনের অভিযোগ ধৃত ছেলে

প্রতিনিধি : গুলি করে বাবাকে খুন করার পর মৃতু নিশ্চিত করতে মৃতদেহে পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বড় ছেলের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার গোবরাপুর কেউটিয়া পাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ অগ্নিদগ্ধ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মোহর গোলদার। বয়স ৪৫ বছর। তার মাথায় ও পিঠে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অভিযুক্ত ছেলের নাম আশানুর গোলদার। তাঁর ছোট ভাই হাসানুরের অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেরায় ধৃত স্বীকার করেছে, সে প্রথমে তার বাবাকে গুলি করে। পরবর্তীতে গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

বনগাঁর পুলিশ সুপার তরুণ হালদার বলেন, পারিবারিক অশান্তির জেরে এই খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি। কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেলো আশানুর তা আমরা খতিয়ে দেখছি।

স্থানীয় ও পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, মোহর পেশায় শ্রমিক। দুই ছেলে ও স্ত্রী তহমিনাকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কেউটিপাড়া এলাকায় বসবাস করেন। বড় ছেলে আশানুর পেশায় গাড়ি চালক।

বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকে। মোহর প্রায়ই অত্যাধিক নেশা করত। নেশা করে বাড়িতে এসে ঝগড়া অশান্তি করতো। যা নিয়ে পরিবারের মধ্যে অশান্তি লেগেছিল। দিন কয়েক আগে মোহর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ির উঠোনে থাকা সব গাছগুলি কেটে ফেলে। এরপরই অশান্তি চরমে পৌঁছায়। শনিবার বিকালে নেশা করে বাড়ি এসে মোহর গালিগালাজ করতে থাকে। স্ত্রী তহমিনা গোলদার বলেন, রাতের দিকে অশান্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে ছেলের বউকে নিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে চলে যাই। কিছু সময় পরে প্রতিবেশির কাছ থেকে শুনতে পারি বাড়িতে আগুন জ্বলছে। প্রথমে ভেবেছিলাম উনি(মোহর) জামা কাপড়ে আগুন

তৃতীয় পাতায়...

রাজ্য প্রতিযোগিতায় সোনা জিতলেন বনগাঁর রুপসা

প্রতিনিধি : রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা জিতলেন বনগাঁর চাঁপাবেড়িয়ার বাসিন্দা বছর নয় এর রুপসা ধর। দিন কয়েক আগে কলকাতার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। সেই ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব ২৩ কেজি বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিল রুপসা। সেই প্রতিযোগিতায় সবকটি ধাপ পেরিয়ে গোল্ড মেডেল জিতে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁপাবেড়িয়া এলাকার বছর ৯ এর রুপসা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় যথেষ্ট মনোযোগী। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। বাবা ছোটখাটো ব্যবসায়ী। সাত বছর বয়স থেকে স্থানীয় সুমন বিশ্বাস নামে এক শিক্ষকের কাছে ক্যারাটের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছিল সে। মা বৈশাখী ধর নিয়ম করে তাকে মাঠে নিয়ে অনুশীলন করান। দিনে প্রায় আট ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিত সে। গত ১৬-১৭এপ্রিল কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন

কেন্দ্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ

তৃতীয় পাতায়...

বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জেলা সভাপতির

প্রতিনিধি : গাইঘাটায় নদী বাঁচাও মঞ্চের রাস্তা অবরোধে সামিল হয়ে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে সিবিআইয়ের দরজায় হাজিরা দিতে হবে, না হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলবে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার। বিধায়কের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গোপাল শেঠ। রবিবার রাতে তিনি এই অভিযোগ করেন। পাশাপাশি সোমবার দুপুরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে গাইঘাটা ও গোপালনগর থানাতেও স্বপন বাবুর বিরুদ্ধে একই অভিযোগ দায়ের করা হয়।

রবিবার সকালে গাইঘাটা চাঁদপাড়া বাজারে চালন্দিয়া নদী বাঁচাও মঞ্চের পক্ষ থেকে যশোর রোড অবরোধ করা হয়। সেখানে এসেছিলেন স্বপন বাবু। মাইক ধরে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উডবার্ন ওয়ার্ড থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে ফিরতে দেবেন না। আর যদি ফেরেন তাহলে সিবিআই-এর কাছে সরকারের কু-কেচ্ছা সব উড়িয়ে দিতে পারে। আগামী দিনে পাবলিক উডবার্ন ওয়ার্ড থেকে পিটিয়ে সবাইকে বের করে দেবে।" গোপাল শেঠ বলেন, "মনগড়া ভিত্তিহীন উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মান হানি করেছেন

অপরাধ দমনে বনগাঁ পুলিশের উইনার্স টিম

প্রতিনিধি : মহিলাদের উপর অপরাধ দমনে বনগাঁ পুলিশ জেলাতে তৈরি হল 'উইনার্স টিম'। শুক্রবার বনগাঁ পুলিশ জেলার অফিস থেকে এই বাহিনীর পথচলা শুরু হয়। উইনার্স টিমের সূচনা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আইজি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ) তন্ময় রায়চৌধুরী, এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সিদ্ধিনাথ গুপ্ত, বনগাঁ জেলা পুলিশ সুপার তরুণ হালদার সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা। এদিন দুপুরে পুলিশ সুপার অফিস সংলগ্ন রামনগর রোডে বাহিনীর পথ চলা শুরু করেন। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে তার উদ্বোধন করেন পুলিশ আধিকারিকরা। বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার তরুণ হালদার বলেন, "নির্দিষ্ট কালো পোষাকের ১২ জন মহিলা থাকছে বাহিনীতে। এই উইনার্স টিমের মহিলা বাইক বাহিনী অপরাধ প্রবণ এলাকা গুলিতে টহল দেবেন। নজরদারির সময় বিশেষ করে মহিলাঘটিত কোনও অপরাধ সামনে এলেই তারা ব্যবস্থা নেবেন। মহিলাদের উপর অপরাধ দমনের জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উইনার্স টিম চালু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছেন, কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বাজার,স্কুল,কলেজের সামনেও উইনার্স টিমের টহলদারি থাকবে।

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

সবার পছন্দ নিমলি
মা এর Vaccination তো হলো
এবার শাড়ি টা ?
আমাদের দ্বিতীয় শোরুম
কোর্ট রোড, হাই স্কুল এর সামনে, বনগাঁ

SHREYA MOTORS
Finance Available
এখানে সমস্ত ধরনের পুরাতন মোটর সাইকেল এবং চারচাকা ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। পুরাতন গাড়ি এক্সচেঞ্জের সুবিধা আছে।
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি (চাঁদপাড়া), উত্তর ২৪ পরগণা প্রোঃ নিলয় পাঠক Mob.: 7797981139
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ০৫ ❐ ২১ এপ্রিল, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

নেতা-মন্ত্রীর মন্তব্য হোক যুক্তি সংগত

স্বাধীন গণতন্ত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক তরজা। খাস বাংলায় পক্ষ-বিপক্ষে কাদা ছোড়াছুড়ি; সে বিষয় হোক ধর্ষণ বা প্রভাবশালী নেতার অসুস্থতা। সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকটি ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে বঙ্গ রাজনীতি ভীষণ উত্তাল। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরেও শুরু হয়েছে চাপান উতোর। বিরোধীদলের তীর্যক মন্তব্য তো রয়েছেই। সাথে সংযোগ হয়েছে শাসকদলের কোন বরিষ্ঠ নেতার মন্তব্য। এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘদিনের ইস্যু গরুপাচার কাণ্ড। বিরোধী দলের বক্তব্য— গরু পাচার কাণ্ডে যুক্ত পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের তাবড়-তাবড় নেতামন্ত্রী। সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা তাদের দপ্তরে ডেকে পাঠিয়েছেন বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতাদের। একটি বিষয় বেশ মজার। লক্ষ্য করলে দেখা যায়— যখনই কোন নেতামন্ত্রীকে কোন স্পর্শকাতর বিষয়ে কোন গোয়েন্দা সংস্থা জরুরী ভিত্তিতে ডেকে পাঠায়, তখনই সেই নেতা বা মন্ত্রীর বুক চেপে ধরে ঠাঁই হয় এসএসকেএম- এর উডবার্ন ইউনিট। আপাত মুক্তির এ যেন এক দুর্ভেদ্য বর্ম। কিছুদিন সময় তো পাওয়া গেল। যুক্তি সাজানোর। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলের নেতাদের মন্তব্য বেশ মনোরঞ্জন দায়ক। সাম্প্রতিক কালের তেমন এক মন্তব্য— বিষপ্রয়োগ। সাধারণ মানুষ চায় সুস্থ স্বাভাবিক ঝামেলাহীন পরিবেশ। সাথে যন্ত্র সভ্যতার যুগে ক্লান্তি দূর করার জন্য আপাত হাস্য রসের কিছু খোরাক; তার জন্য রয়েছে বিভিন্ন বিনোদন মাধ্যম। এই বিনোদনের চরিত্রে যদি উঠে আসে বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রী! তাহলে তা বিনোদনের বিষয় না হয়ে সেই ব্যক্তি বর্গ হয়ে ওঠে হাসির পাত্র। যা কখনই কাঙ্খিত নয়।

নাবিক নাট্যমের প্রযোজনা স্বীকারোক্তি

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল নাবিক নাট্যম সম্প্রতি কলকাতার তৃপ্তি মিত্র সভাগৃহে মঞ্চস্থ করে তাঁদের নতুন নাটক স্বীকারোক্তি। নাট্যকার সুব্রত সরকারের অসাধারণ কাহিনী এবং বিশিষ্ট নাট্যকার জীবন অধিকারীর সুনিপুন নির্দেশনায় নাটকটি দর্শক সাধারণের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়। নাটকটির মুখ্য চরিত্রে আল্পনা সরকারের অভিনয় দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। নাট্য নির্দেশক জীবন অধিকারী দর্শকদের সাথে কথা বলতে বলতে কখন যে নাটকটি শুরু করে দিয়েছেন, দর্শক মণ্ডলী তা বুঝে উঠতেই পারেন নি। নির্দেশকের গল্প বলার ছন্দে দর্শকগণ কিছু সময়ের জন্য পৌঁছে যান তাঁদের ফেলে আসা জীবনে।

জীবনবাবু তাঁর নাটকে বলেন, স্বপ্ন ফেরি করাই তাঁর প্রধান কাজ। নাটকটিকে সার্থক করে তুলতে জীবনবাবু নাটকের সাথে তাল মিলিয়ে নন্দিতা বাগচীর বার্তাবহ গল্পকে দক্ষতায় প্রয়োগ করেছেন এই নাটকে। এখানেই নাটকটির সার্থকতা। অরিন দত্তের আলো প্রক্ষেপন ও আস্তিক মজুমদারের আবহ নাটকটিকে সার্থক করে তুলতে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন বলে জীবনবাবু জানান।

ভাষার দুর্ভিক্ষ

সুনীল কুমার রায়

ভাষা মানব সভ্যতার এক অপরিহার্য উপাদান। মনের ভাব প্রকাশ, আবেগ ইত্যাদির বাহ্যিক উপকরণ ভাষা। আমাদের জীবনে এক সহজাত সোপান, কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনির সাহায্যে ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাষার অর্থ হবে সদর্থক।

মূলত ভাষার চারটি উপাদান। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সম্পূরক। এই চারটি উপাদানের পারস্পারিক মেলবন্ধনে ভাষার পরিপূর্ণতা আসে। ফলে সব ধরনের ধ্বনি ভাষা হতে পারে না। ভাষা অর্থবহ ভাবের প্রতীক।

বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। মায়ের সান্নিধ্যে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ মাতৃক্রোড়ের ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে। সেটিই আমার মাতৃভাষা। আমার আভিজাত্য সেখানেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এর মধ্যে পরিসংখ্যানের তথ্যানুসারে বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ। বাংলা ভাষার সূচনাকাল বাংলা সাহিত্যের প্রাপ্ত ইতিহাসবিদদের মধ্যে দুটি মতভেদ আছে। কেউ বলে থাকেন, বাংলা ভাষার উদ্ভব কাল ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ভিন্ন মতার্থে বলা হয় ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু একটি বিষয়ে সবাই সহমত পোষণ করেন যে,বাংলা ভাষা সংস্কৃতের মাতৃকোল থেকেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। গৌড়িয় ভাষার অপভ্রংশ।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের সময়ের বিবর্তনে প্রমথ চৌধুরির হাত ধরে চলতি ভাষার অনুপ্রবেশ। এরপর সময়ের, কালের বহু অভিযোজন ঘটেছে। বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। সংঘাত এখানেই।

লোক শিক্ষা সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার। এই লোক শিক্ষার প্রেক্ষাপটে আটের দশক অবধি বেতারে পরবর্তী দূরদর্শনে সংবাদ পরিবেশন, খেলার বিবরণ, বিভিন্ন নাটকের সংলাপ এক শৃঙ্খলাবদ্ধ মোড়কে আবদ্ধ ছিল। মানুষের মননের গভীরতায় এসবের প্রত্যেকটি বিভাগ এক অবিস্মরণীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করত। কারণ সেখানে প্রতিনিয়ত ভাষার সংযমতা, সৃজনশীলতা মানুষকে আকৃষ্ট করত। এক গভীর প্রেরণা দিত। আর এখন শব্দ ঝংকারের অপভ্রংশে বিশৃঙ্খলতার পরিমন্ডলে এই ধরনের প্রচার তরঙ্গে নতুন ভাষার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের এই ঐতিহ্যশালী বাংলা ভাষার পদস্খলনে আমরা বিব্রত।

প্রকৃত অর্থে ভাষা লেখা, সাহিত্যে, পাঠ্যপুস্তকে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে না। উন্নতশীল সাহিত্য ভাষাকে সমৃদ্ধ করে কিন্তু আলমারি থেকে সাধারণের মধ্যে আসে না, মানুষের কথায় বলা ভাষা দীর্ঘদিন ভাষার অলঙ্কারে বেঁচে থাকে। কারণ আমাদের এখানে পড়তে পারা মানুষের থেকে পড়তে না পারা মানুষের সংখ্যা অত্যাধিক।

কৃষক মাঠে দৈনন্দিন কাজ করতে করতে যে ভাষা কথ্য বলে ব্যবহার করি, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবি সম্প্রদায় তাদের ব্যবহৃত ভাষা মুখে মুখে প্রচলিত। এই ধ্বনির মাধ্যমে মনের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, এই ভাষাই চলে চিরন্তন।

শিক্ষিত মানুষের ভাষার স্বৈরাচারী ব্যবহার, সার্বিকভাবে সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে। এটি সহজাত উপলব্ধি। যে ভাষার প্রকাশভঙ্গি এবং পরিতোষণ মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্য না দিয়ে স্বেচ্ছাচারী ভাবে পরিবেশিত হয়, সেই ভাষা আর কিছু না হোক, স্বতঃসিদ্ধ নয়। আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানব শৃঙ্খলার দর্শনকে উপেক্ষা করে স্বৈরাচারী ধ্বনি প্রয়োগে ভাষার আত্মপ্রকাশ ঘটাই। এটি বাঞ্ছনীয় নয়। এই দর্শন সাময়িক উত্তেজনার বৃদ্ধি ঘটায় মাত্র, সৃজনশীলতা আনতে সক্ষম নয়।

মানুষের কথ্য ভাষার প্রতি অগাধ আস্থা আছে। সহজ সাবলীল প্রকাশের মাধ্যমে বিষয়ের গুরুত্ব আসে, ভাবনার আলোকপাত ঘটায়।

বাংলা সাহিত্যে এর এক অন্যতম উদাহরণ কমলকুমারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাস। এই উপন্যাসের এক চরিত্রের নাম বৈজু বাঁড়াল, তাকে সবাই সমীহ করত, আবার উপভোগ করত। তার ভাষা বা কথার উপস্থিত প্রকাশনে হাস্যরস থাকতো, তাঁকে উপভোগ করার রসদ থাকতো। আবার এই উপভোগের অভ্যন্তরে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ছিল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রথাগত ভাবে শিক্ষার আলোয় আলোকিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সহজ, সাধারণ সাবলীল ভাষার অন্তর্নিহিত রহস্যে তন্ময় হয়ে থাকতেন কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সর্বকালের সেরা যুগনায়কেরা।

এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকতার অর্থে বিশ্বজিৎ রায় বলেছেন,'নাগরিকতার বাইরে যে বিস্তৃত বঙ্গভূমির অবস্থান, যেখানে নানাবৃত্তির, নানা বর্ণের প্রান্তিক মানুষেরা থাকেন, জীবন সম্বন্ধে তাঁদের যে বিচিত্র ভাষাভঙ্গিতে প্রকাশিত হত, তা এই গালগালাত্বর শরীর সর্বস্ব ক্রোধের ভাষার মতো নয়।"

ভাষা আবেগের প্রতীক, আঘাতের কারখানা নয়। বর্তমানে বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন, নাটকে চরিত্রালাপ, আচরণ ভাষার প্রতীককে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে নিতে চলেছে— জানি না। এটা ভাষার আধুনিকতার প্রতিযোগিতা নয়— হারিয়ে যাওয়ার মইয়ে ওঠা।

রাজনৈতিক মঞ্চ, ব্যক্তি আলাপচারিতায়, উগ্র লেখনীর মধ্যেও সংযম থাকা উচিত।

দেখা যাক, এই ভাষার দুর্ভিক্ষ আগামীতে কোন পথ দেখায়?

মৃদঙ্গম এর বৈশাখী উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও নতুন বঙ্গাব্দ ১৪২৯কে বরণ করে নিতে বৈশাখী উৎসবের আয়োজন করেছিল নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম এর সদস্যরা। গত ১৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় বাংলা বছরের শুরুতেই বৈশাখী উৎসব-১৪২৯ শীর্ষক বর্ষবরণ উৎসবে অংশ গ্রহন করে সংস্থার ছোট-বড় সকল সদস্য-সদস্যাগণ।

সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বরণ কর এর পরিচালনায় সংস্থার সমবেত সদস্যরা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয়। সংস্থার সদস্যগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে মৃদঙ্গম আয়োজিত এবারের বৈশাখী উৎসব বেশ মনোগ্রাহী হয়ে উঠে।

বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ

পুরুষকে সুপার জেন্ডার করার বিজ্ঞাপন

অজয় মজুমদার

১৯৭৫ সালে ১২ই অক্টোবর নিউইয়র্ক টাইমস সানডে ম্যাগাজিনের এক বিজ্ঞানী লিখেছেন, জিনগত কারণেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কখনোও বড় হতে পারে না। বিজ্ঞানী জন রেকউইথ হার্ভাড মেডিকেল স্কুলে বহুদিন গবেষণা করেছেন। তিনি সোজা বলে দিয়েছেন— এই ধরনের অপবিজ্ঞানের গবেষণায় সরকার এত টাকা খরচ করছে কেন? আমেরিকার মেয়েরা, কালো মানুষেরা নিজেদের অধিকার দাবি করেছেন, তা মেনে নেওয়া চলবে না। আটকাতে হবে। গুলি চালালে সবার কাছে আমেরিকা খারাপ হয়ে যাবে। তাই বিজ্ঞানীদের টাকা দিয়ে অপগবেষণা করে প্রচার করবেন প্রবন্ধের মাধ্যমে। মেয়েরা এবং কালো মানুষেরা ভালো জিনের অধিকারী নয় বলেই পিছিয়ে আছে।

মাতৃত্বে বাধা : কারখানার মালিকেরা দু-চারজন বিজ্ঞান উপদেষ্টাকে চাকরি দিচ্ছেন। এই উপদেষ্টারা দূষণে অসুস্থ রোগীদের ডেকে বলে দিচ্ছেন— তোমার অসুখের কারণ তোমার জিন। মালিকের কোন দোষ দিও না। "জেনারেল মোটরস"— আশা করি সকলেই নাম জানেন। এই কারখানায় এমন দূষণ হয় যে, মায়েরা সন্তান ধারণ করতে পারে না। এ বিষয়ে অভিযোগ করলে চাকরি খোয়াতে হবে। সেজন্য আগে থেকেই লিখে দিতে হয়— ভবিষ্যতে সন্তান চাওয়া যাবে না। চাইলে চাকরি চলে যাবে।

পূর্বের ইতিহাস থেকে : লোক সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায় কৃষি কার্যের ফলে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী মিলে এক একটি মহাদেশীয় জনসমষ্টি তৈরি হয়। সঙ্গে নতুন একগুচ্ছ রোগের আবির্ভাব ঘটে। জলসেচের সঙ্গে উৎপত্তি হয় সিস্টোসোম(schistosome) এর মত জল বাহিত পরভোজী প্রানী। এই প্রাণী বহন করে শামুক। খুবই খুবই আফসোসের বিষয়— এইসব কৃমিদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর মমিতে। সিস্টোসোমিয়াসিস বা বিলহার্জিয়া (bilharzia) রোগ মিশর দেশে এখনো প্রচুর দেখা যায় ও এই রোগের জীবাণুরা মিশরের জনজীবনে বৃদ্ধি পাওয়ার আদর্শ স্থান হিসেবে চিহ্নিত।

বাইবেলে অনেক 'প্লেগ' রোগের সন্ধান পাওয়া যায়, মিশর হল সে রোগের বসবাসের জন্য উপযুক্ত। ১৯৫০ এর শতকে ইয়ানোমামো ইন্ডিয়ানদের বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর ভেতরে দেহের রোগ প্রতিরোধক অ্যান্টিবডির অনেক পার্থক্য থাকতো। কোন কোন গ্রামে প্রত্যেকেরই দেহে জল বসন্তের অ্যান্টিবডি ছিল। অনেক গ্রামে তখনো জলবসন্ত পৌঁছায়নি, কিন্তু জীবিত জনসংখ্যার সবারই একবার করে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। একটি ক্ষুদ্র উপজাতিরই সংগ্রামের ইতিহাস এরকম পৃথক পৃথক ছিল। স্থানীয় মহামারী হতো। যদি রোগ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতো, তাহলে বেঁচে যেত। জীবন-মৃত্যুর এই

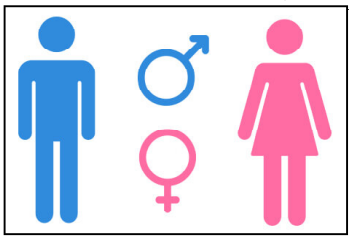

নকশা আজও শিল্পাঞ্জিদের ভেতর দেখা যায়। **রোগ প্রতিরোধ ও প্রাকৃতিক নির্বাচন :** রোগ প্রতিরোধের বৈষম্য থেকে মানুষের উপর প্রাকৃতিক নির্বাচন শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সবথেকে বেশি। রোগ জীবনের অপরিহার্য বিষয়।

অস্তিত্বের ঊষাকালে সংরক্ষিত জীবদের ভেতরেও রোগ সংক্রমণের লক্ষণ দেখা যায়। রোগের একটা সুনির্দিষ্ট অঞ্চল আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রোগ আক্রমণ ঘটছে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগতি রেখে অনাক্রমতা বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা রোগকে কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। কখনো বা পারেনি। প্রাকৃতিক নির্বাচন জীবকে কখনো সাবলীল ঘটিয়েছে, কখনো পরিব্যক্তি বা মিউটেশন তাকে এমন এক রোগ সৃষ্টি করিয়েছে যে, বিজ্ঞানীদের সেই রোগ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হয়েছে। রোগের বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

১৬৬৫ সালে প্লেগ মহামারী চরমে উঠেছিল। শেষ ইউরোপীয় প্লেগ হয়েছিল বলকান অঞ্চলে এক শতাব্দি পর। ইংল্যান্ডে আজ থেকে ৩০ বছর আগেও মরণশীলতায় একচক্র ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে গড় আয়ু ছিল ৪২ বছর। সপ্তদশ শতাব্দীতে তা ৩০ বছরে এসে দাঁড়ায়। ১৯৭০ এর দশকে এইডস ছাড়াও আফ্রিকাতে আর এক রহস্যজনক মহামারী দেখা যায়।

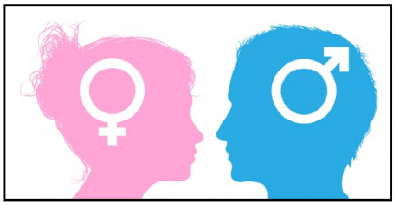

নাম ইবোলা (Ebola)জ্বর। এই জ্বরে আক্রান্ত অর্ধেকের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে। মানুষের জেনেটিক্স আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত কিংবা অস্তিত্ব যুক্ত নানা রকম রোগের গুরুত্ব দেখা দেয়। হতে পারে মানুষের বংশানু রূপভেদের অনেকটাই অতীতের রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবশেষ এবং সারা বিশ্বে বংশানুধায় প্রবণতা হয়তো পুরনো যুগ বা বর্তমান ব্যাধির দ্বারা প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হওয়ার ফল।

বেআইনিভাবে খাল ভরাটের অভিযোগ, অবরোধ- বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

জয় চক্রবর্তী বনগাঁ: সংস্কারের অভাবে বুজে যাচ্ছে খাল। সেই খালের জমি দখল করে তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের বিল্ডিং। প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে স্থানীয় প্রমোটার ও মাটি ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে খালের জমি জবর দখলের অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল শতাধিক বাসিন্দা ও চালুন্দিয়া বাঁচাও মঞ্চ। বাসিন্দাদের সঙ্গে অবরোধে যোগ দিলেন বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার সহ স্থানীয় নেতারা। রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া বাজার সংলগ্ন

যশোর রোডে পোস্টার ব্যানার হাতে অবরোধ চলে। অবরোধের ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় ১ঘন্টা বাদে গাইঘাটা থানার পুলিশ এসে অবরোধকারীদের আশ্বস্ত করলে অবরোধ উঠে যায়।

খালপাড়ের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে চালুন্দিয়া সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে তাঁরা। চালুন্দিয়া খালকে অতীতে নদী বলা হত। বনগাঁ মহকুমার মধ্যে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই খালের একপ্রান্ত যমুনা নদীর সঙ্গে মিশেছে। অপরপ্রান্ত ইছামতী নদীর সঙ্গে মিশেছে। চাঁদপাড়া, সোনাটিকারি, ঢাকুরিয়া, ছেকাটি, ফুলসরা সহ বহু গ্রামের মৎস্যজীবী এবং কৃষকেরা এই খালের উপর নির্ভর করে অতীতে জীবিকা নির্বাহ করতো। খাল বুজে যাওয়ায় বর্তমানে মৎস্যজীবীরা বাধ্য হয়ে পেশা বদল করেছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, বর্ষা এলেই খালের দু-পারের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষার জলে প্লাবিত হয়ে প্রতিবছর বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে খালটি সংস্কার হয়না। বর্জ্য পদার্থ খালে ফেলে খালের অনেক অংশে ভরাট হয়ে গিয়েছে। খালের অনেকটাই জবর দখল হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি হলেই জল উঠে যায় চাঁদপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় অসাধু ব্যবসায়ী একশ্রেণীর প্রভাবশালী নেতা ও একাংশের সরকারি কর্মচারীদের যোগসাজশে খাল বুজিয়ে তৈরি হচ্ছে বাড়ি। খালের বেশিরভাগ অংশই দখল হয়ে গিয়ে এখন কেবল চিহ্ন রয়েছে। প্রশাসনকে জানিয়ে কোন ফল হয় না। উল্টে হুমকির মুখে পড়তে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, খাল সংস্কারের দাবিতে বহুবার আন্দোলন বিক্ষোভ হয়েছে। দিন কয়েক ধরে মাটি ফেলে নদীর একাংশ ভরাট করছে মাটি ব্যবসায়ীরা। প্রশাসনকে জানিয়ে ফল হচ্ছে না। খাল সংস্কার করে আগের জায়গায় ফিরিয়ে না দিলে ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে। "চালুন্দিয়া নদী বাঁচাও মঞ্চের সম্পাদক নন্দ দুলাল দাস বলেন, "চালুন্দিয়া নদী ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। একশ্রেণীর প্রোমোটার নদী দখল করছে। আমরা এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি। আমরা বারবার আক্রান্ত হচ্ছি। বনগাঁ মহকুমা আদালতে এবং হাইকোর্টে তা নিয়ে মামলা চলছে। তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ক্রমান্বয়ে দখল হচ্ছে নদী। এর পেছনে রয়েছেন একশ্রেণীর নেতা-নেত্রী। চালুন্দিয়া ধ্বংস হলে চাঁদপাড়া, গাইঘাটার মানুষ বাঁচবে না। কারণ একমাত্র জল নিকাশের ব্যবস্থা এই খাল। এদিন নাগরিকদের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হয়ে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, "গাইঘাটার চাঁদপাড়া, ফুলসরা সহ বিভিন্ন গ্রামের চাষের জল নিকাশির একমাত্র মাধ্যম এই খাল। আগেই সিপিএম,তৃণমূল নেতারা অনেকটাই দখল করে দখল স্বত্ব রেকর্ড করেছে। কিছুটা বাকি ছিল, সেটাও প্রায় দখলের মুখে।টিএমসির চোর, গুন্ডা বদমাইশরা অবৈধভাবে মাটি ভরাটের এই কাজগুলো করছে। আমরা নদী বাঁচানোর জন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হয়েছি। যে যত বড় নেতাই হোক, খালের জমি থেকে তাঁদের বেদখল করব। আগামী দিনে বুলডোজার দিয়ে মাটি তুলে ফেলা হবে।"

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা গোবিন্দ দাস বলেন, "চালুন্দিয়া নদীর কথা বাবা মা এর মুখে অনেক ছোটবেলায় শুনেছি। কিন্তু নদীর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। যে জমি নিয়ে অভিযোগ করছে, সেটা একটা রায়তি সম্পত্তি। একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক চাষ বাস করতেন। সস্তা রাজনীতি করে জনমত তৈরী করার চেষ্টা চলছে। পঞ্চায়েত সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ৩০ ফুট খাল রাখার ব্যবস্থা করেছি। আমরা কখনোই এলাকার জল নিষ্কাশন বন্ধ হতে দেবো না। এটা যদি রায়তি সম্পত্তির বাইরে হতো, তাহলে আমরা গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি ও আমাদের দল প্রতিবাদ করতাম, জনমত তৈরি করতাম।

সেবার উদ্যোগে মছলন্দপুরের ঘোষপুর বানপ্রস্থে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ সারা বছর ধরেই নানা ধরনের সেবামূলক কাজকর্ম করে থাকে গোবরডাঙার সেবা ফার্মাস সমিতির কর্তৃপক্ষ। গত ২০ এপ্রিল মছলন্দপুরের ঘোষপুরে সমিতির ব্যবস্থাপনায় বানপ্রস্থ সেবা সমিতির ভবনে অনুষ্ঠিত হয় চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা প্রদান কর্মসূচি। এদিন শুরুতেই নবনির্বাচিত বৃদ্ধাশ্রম বানপ্রস্থ ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন হাবরা

১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অজিত সাহা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনেদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় শিক্ষক ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী সত্যরুপানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দজী, সদানন্দ সরস্বতী শ্রীমহারাজ, ছিলেন স্থানীয় চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনাব আসলাম উদ্দিন, শিক্ষক কুমারেশ রায়, সমাজকর্মী দেবব্রত দেব, বিশিষ্ট লেখক রাসমোহন দত্ত, কবি স্বপন বালা ও রোটারি ক্লাবের সভাপতি জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে এলাকার কৃষিজীবী ও দুস্থ মানুষজনের সেবায় বছরভর সমিতির বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ডের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। সমিতির সেবকগণ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের উত্তরীয়, পুষ্প স্তবক ও স্মারক উপহারে বরন করে নেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেবা ফার্মাস সমিতির মানব সেবায় বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদিন উপস্থিত বিশিষ্টজনদের হাত দিয়ে সমিতির 'এসো হাত ধরি' প্রকল্পে কয়েকজন অসহায় দরিদ্র মানুষজনের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে এদিনের অয়োজিত চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে কলকাতার রোটারী ক্লাব অফ আবহমান এর সহযোগিতায় বিনাব্যয়ে চার শত চক্ষু রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চক্ষু রোগীদের চক্ষুপরীক্ষা করেন। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও চশমা প্রদান করা হয়। সঞ্চালক সমিতির অন্যতম সেবক গৌতম মিস্ত্রি, সভাপতি হিমাদ্রি গোমস্তা, গৌতম সাহা, প্রতিমা চক্রবর্তী প্রমুখের আন্তরিক উদ্যোগে এদিনের সমস্ত কর্মসূচি সার্থকতা লাভ করে।

বাবাকে খুনের অভিযোগ ধৃত ছেলে

প্রথমপাতার পর...

ধরিয়ে দিয়েছে। কিছু সময় পরে বাড়ি ফিরে দেখি ঘরের সামনে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে স্বামী। পাশে পোড়াপাট পরে রয়েছে। প্রতিবেশিরা জানায়, বড় ছেলে বাড়ি এসেছিল। সে তার বাবাকে মেরে ফেলেছে।" ছোট ছেলে হাসানুর বলেন, "কি ভাবে বাবা মারা গিয়েছে আমরা দেখিনি। দাদা কদিন বাড়িতে ছিল না। প্রতিবেশিরা বলছে, দাদা বাবাকে মেরে ফেলেছে।" এরপরই দাদার বিরুদ্ধে বাবাকে খুন করার লিখিত অভিযোগ জানায় ভাই।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্তে নেমে আশানুরকে আটক করে জেরা শুরু করা হয়। জেরায় ধৃত স্বীকার করে, সে প্রথমে তার বাবাকে গুলি করে পরবর্তীতে গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ধৃতের কাছ থেকে একটি তাজা গুলি উদ্ধার হয়েছে। তবে খুনের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃতকে রবিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিজেপির স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নীরেশ ভৌমিক ঃ এলাকার পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখতে বিগত বছরগুলির মতো এবারও সেবা সপ্তাহে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচীতে সামিল হন ভারতীয় জনতা পার্টির

নেতা-কর্মী ও সমর্থকগণ।

সেই অভিযানে অংশ নিয়ে বিজেপির চাঁদপাড়া মণ্ডল কমিটির নেতা কর্মীগণ গত ১৮ এপ্রিল চাঁদপাড়া স্টেশান ও রেলবাজার এলাকার সাফাই অভিযানে সামিল হন। এদিনের সাফাই অভিয়ানে অংশগ্রহন করেন জেলা নেতৃত্ব তরুন সাহা, প্রণব সরকার, যুবমোর্চার মণ্ডল সভাপতি অলিপ সাহা, বিকাশ রায়, রতন সাহা, বিধান বসু, দিলীপ বিশ্বাস, অপূর্ব মজুমদার, মধু মণ্ডল, রথীন প্রামানিক, প্রসেনজিৎ মণ্ডল প্রমুখ।

বিজেপি নেতা কর্মীগণ চাঁদপাড়া স্টেশান ও প্লাটফর্ম এলাকায় সাফাই অভিযানে অংশ নেন। জীবানুনাশক স্প্রে করেন। এদিনের দুপুরের গরমকে উপেক্ষা করে বিজেপী কর্মীদের এই মহতী উদ্যোগকে এলেকাবাসী সাধুবাদ জানান।

ধর্ষণ ও ধর্ষণে সহযোগিতা করার অভিযোগে

প্রথমপাতার পর...

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত মহিলার স্বামী কেরলে কাজ করেন। সেখানেই কাজ করে নদীয়ার নবদ্বীপের বাসিন্দা অভিযুক্ত ওই দুই যুবক। সেই সূত্রেই ওই মহিলার সঙ্গে তাদের পরিচয়। তারা মহিলার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

এদিকে অভিযুক্ত মহিলা এলাকায় বিজেপি নেত্রী হিসেবে পরিচিত হওয়ায় রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তৃণমূলের গাইঘাটা পশ্চিম ব্লকের সভাপতি বিপ্লব দাস বলেন, "ওই মহিলা উত্তরপ্রদেশের সংস্কৃতি এখানে আনতে চাইছেন। ঘটনাটি খুব দুর্ভাগ্যজনক । আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো।

বিজেপির গাইঘাটা বিধানসভার কো-কনভেনার রাজকুমার মিত্র অবশ্য জানিয়েছেন, "ওই মহিলা বিজেপি কর্মী হিসেবে আগে মিটিং-মিছিল করতেন। গত ছয় মাস তাকে মিটিং-মিছিলে দেখা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। দোষ প্রমাণিত হলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। এ বিষয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই।"

সোনা জিতলেন বনগাঁর রুপসা

প্রথমপাতার পর...

অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় রূপসা। পরপর কয়েকটি ধাপে জয়লাভ করে প্রথম স্থান অধিকার করে। স্বর্ণপদক মেলায় খুশি তার প্রতিবেশী ও পরিজনেরা।

মেয়ের সাফল্যে এলাকার মানুষজনদের মিষ্টিমুখ করিয়েছে তার বাবা-মা। রুপসা বলেন, "ভবিষ্যতে আরও বড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য পেতে চাই। দেশের নাম উজ্জ্বল করতে চাই।" মা বৈশাখী দেবী বলেন, "ছেলে মেয়ের সাফল্য সব বাবা-মাকেই আনন্দ দেয়। মেয়েকে আরও বড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পদক ছিনিয়ে আনতে দেখতে চাই আমরা।"

শিক্ষক সুমন বিশ্বাস বলেন, "আমার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মোট ১৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। রুপসা নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছে। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ও যাতে সফল হয়, সর্বদা সেই চেষ্টাই করবো।"

সানাপাড়া আলোচনা চক্রের বর্ষবরণ উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ চিরায়ত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও সাড়ম্বরে বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসবের আয়োজন করেন চাঁদপাড়ার সানাপানা আলোচনা চক্রের সদস্যগণ। পয়লা বৈশাখের পুণ্য প্রভাতে পল্লীবাসীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ৫৬ তম বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান শেষে শুরু হয় ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ৩দিন ব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংকন ছাড়াও রবীন্দ্র সংগীত, ছড়ার গান, আবৃত্তি, নৃত্য, দলগত লোকনৃত্য ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্যযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল আমন্ত্রিত নাট্য দলের নাট্যানুষ্ঠান,

চাঁদপাড়ার পূরবীমেঘ ড্যান্স একাডেমী ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের নৃত্য শিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান, কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থার নতুন নাটক ফোর্থ সাবজেক্ট সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। প্রতিদিন এলেকার অগণিত সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে আলোচনা চক্র আয়োজিত ১৪২৯ এর বর্ষবরণ উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

M. 8250131562 9333055067
সরকার অনুমোদিত
গৌতমের দি স্পন্দন
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী
হেনা ও কুশারী ফার্মেসীর পার্শ্বে
এখানে সব রকমের রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করা হয় এবং ই.সি.জি, এক্সরে, আলট্রাসোনোগ্রাফী করা হয়।
রেটপাড়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

নিবেদিত শিশুতীর্থে রক্তদান, স্বাস্থ্যশিবির, পুস্তক প্রদান ও গুনীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৪ এপ্রিল গোবরডাঙার নিবেদিতা শিশুতীর্থ শিশু শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে এবারও অয়োজন করা হয়েছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। অনুষ্ঠিত শিবিরে বারাসাত ও কলকাতা সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও কর্মীগন মোট ১৩৭ জন রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীগন আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসকগন বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এছাড়া এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেনীর জনা পঞ্চাশেক দুস্থ ও মেধাবী পড়ুয়াদের হাতে পাঠ্য পুস্তক তুলে দেওয়া হয়। গোবরডাঙার ঐতিহ্যবাহী নিবেদিতা শিশুতীর্থে এদিনের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙার নবনিযুক্ত পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, উপ-পৌরপ্রধান তুষার কান্তি ঘোষ, স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না বিশ্বাস, জাতীয় শিক্ষক ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা আভা চক্রবর্তী, পরিবেশ ও সংস্কৃতি প্রেমী শিক্ষক নন্দদুলাল বোস প্রমুখ। শিক্ষালয়ের প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শান্তনু দে উপস্থিত সকলকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকাগণ সকল বিশিষ্টজনদের বরণ করে নেন।

প্রতিষ্ঠা দিবসে নাট্য আলোচনা ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৯ এপ্রিল ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন বর্ণমালা আর্ট এণ্ড কালচারাল একাডেমী ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পন করে। ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে সংস্থার কক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বর্ণমালার সদস্যরা। এদিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্মের কণ্ঠে লালন গীতির মধ্য দিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

স্বাগত ভাষণে সংস্থার প্রাণ পুরুষ শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে বর্ণমালার বিগত ৫ বছরে কর্মকান্ড তুলে ধরেন। সংস্থার সম্পাদিকা পূজা বিশ্বাস উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সমাজে থিয়েটারের প্রাসঙ্গিকতা এবং থিয়েটারে সরকারি অনুদানের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক নাট্য আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব উৎপল ফৌজদার, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাদেমীর সদস্য আশিস চট্টোপাধ্যার, স্বনামধন্য নাট্যপারিচালক সুভাষ চক্রাবর্তী, নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্ম প্রমুখ, সেমিনার পরিচালনায় ছিলেন, বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক জীবন অধিকারী নাট্য আলোচনা শেষে সভার উপস্থিত নাট্যামোদী জয়দেব হালদারের বিভিন্ন প্রশ্নের উওর দেন বিশিষ্ঠ নাট্যকর্মীগন।

চলন্তিকার প্রবীণ পূজন, বস্ত্র বিতরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগরের অন্যতম সামাজিক সংগঠন চলন্তিকা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিগত বৎসরের মতো এবারও পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষকে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বরণ করে নেয়। এদিন অপরাহ্নে সংস্থার কক্ষে এলাকার কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সঙ্গে জনা কুড়ি দুঃস্থ পুরুষ মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। বস্ত্র প্রদানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সংস্থার সদস্য ও বিশিষ্ট সমাজসেবি বিজয় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বর্ষিয়ান হরিবর বালা ঠাকুরনগর প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তপন দত্ত। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক সজল বাইন উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও সেবা মূলক কর্মসূচীর বর্ণনা দেন, সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এলেকার ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে সংগীত, আবৃত্তি, ক্যারাটে, যোগাসন ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথাও তুলে ধরে ধরেন। এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার অনুষ্ঠান কক্ষের অবিনাশ কাঞ্জিলাল মঞ্চে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সীমা বাইনের কণ্ঠে 'এসো হে বৈশাখ, এসো হে...' সংগীতের মধ্যে দিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সংগীত ছাড়াও ছিল নৃত্য, ম্যাজিক ও টকিং ডলের অনুষ্ঠান। সংগঠনের সভাপতি শিক্ষক গোবিন্দ দত্তের পরিচালনায় বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী ও সার্থক হয়ে ওঠে।

তিতুমীর হলে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

নীরেশ ভৌমিক ঃ তরুণ চলচ্চিত্রকার ও বিশিষ্ট অভিনেতা শুভেন্দু মুখার্জ্জীর উদ্যোগে গত ১০ এপ্রিল স্বল্প দৈর্ঘ্যের দুখানি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় বারাসাতের জেলা পরিষদ ভবনের তিতুমীর হলে। এদিন শুরুতেই বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক শংকর দেবনাথ, প্রখ্যাত অভিনেতা রাজু মজুমদার সহ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের উত্তরীয়, ফুলগাছের চারা ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন অন্যতম উদ্যোক্তা শুভেন্দুবাবু। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মেঘনা দাসের কণ্ঠে আমার দুর্গা কবিতা আবৃত্তি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। এদিনের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর শুরুতে চলচ্চিত্রকার শুভেন্দু মুখার্জ্জী পরিচালিত জাস্টিস ছবিটি প্রদর্শিত হয়। সিনেমাটিতে সমাজের বাস্তব চিত্রটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক শুভেন্দুবাবু। ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা আজ দেশের সর্বত্রই প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। তারই একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে চলচ্চিত্রটিতে। তবে ছবিটিতে ধর্ষকদের নির্মম সাজা বিচারক নয়, দিয়েছে পুলিশ। এ নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। ছবিটিতে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার জয়ন্ত মণ্ডল, অর্ঘ মণ্ডল ছাড়াও একটি বিশেষ চরিত্রে শুভেন্দু মুখার্জ্জীর অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। দ্বিতীয় ছবি প্রাণ। পরিচালক শংকর দেবনাথ, মুখ্য চরিত্রে ছিলেন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা রাজু মজুমদার। বৃক্ষ এবং পরিবেশকে ভালোবাসার এক জীবন্ত কাহিনী ছবিটিতে ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রমোটার, নেশার কবলে যুব সমাজ, বেকারত্ব সমাজের এমনই অসংখ্য খণ্ড- খণ্ড চিত্র উঠে এসেছে। এছাড়াও ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়। বহু চরিত্রের সমন্বয়ে ঊষা ফিল্মস্ প্রযোজিত শংকর দেবনাথ নির্দেশিত প্রাণ চলচ্চিত্রটি বাংলা সিনেমা জগতে নতুন দিশা দেখাবে বলে সমবেত দর্শক সাধারণের ধারনা। এদিনের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রমোদী জ্যোতি চক্রবর্তী।

চাঁদপাড়া ভেন্ডার সমিতির নতুন কমিটি

নীরেশ ভৌমিক ঃ বার্ষিক সম্মেলন শেষে গত ৮ এপ্রিল গঠিত হল চাঁদপাড়া ভেন্ডার সমিতির নতুন কমিটি।

সর্বসম্মত ভাবে নবগঠিত এই কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন গাইঘাটা ব্লকের ডেওপুল গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণপদ মোহান্ত। সহ-সভাপতি ইছাপুর-২ অঞ্চলের গাঁতি গ্রামের কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, সম্পাদক পদে মনোনীত হয়েছেন ডুমা অঞ্চলের সরুইপুর গ্রামের বাসিন্দা পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, সহ-সম্পাদক ডেওপুলের রঞ্জিত পাল, কোষাধ্যক্ষ গোয়ালবাথান গ্রামের সুভাষ বিশ্বাস এবং সাহেব ডাঙ্গা গ্রামের অরুপ রায় সহ- কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হয়েছেন। এছাড়া প্রবীণ সদস্য কানাই লাল সরকার সত্যপদ চৌধুরী ও সুনীল সরকারকে কমিটিতে উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মনোনীত করা হয়েছে।

অফিস কর্মী হরিবন্ধু রায় জানান, আগামী ৩ বছর নবগঠিত এই কমিটি ভেন্ডার সমিতির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করবেন।

আগামী ১৯ বৈশাখ, ৩ মে, মঙ্গলবার শুভ অক্ষয়তৃতীয়া উপলক্ষে

HALL MARK

নিউ পি.সি জুয়েলার্স-এর

তরফ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আমন্ত্রণ।

আমাদের গহনার মজুরী সবার থেকে কম

অক্ষয়তৃতীয়া উপলক্ষে বিশেষ ছাড়

* প্রতিটি সোনা ও রুপার গহনা কেনাকাটার মজুরীর উপর থাকছে ২০% ছাড়।
* গ্রহরত্ন ও ডায়মন্ড জুয়েলারীর উপর থাকছে ২০% ছাড়।
* এছাড়া আপনাদের জন্য আরো থাকছে New P.C. Optical এর Gift Vouchar

আমাদের অফার চলবে ৩/৫/২০২২ থেকে /৪/০৬/২২ পর্যন্ত

প্রতিটি শোরুমের জন্য অফার প্রযোজ্য

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ	বাটার মোড়, বনগাঁ	মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

বনগাঁতে নিয়ে এল সাধ্যের মধ্যে আধুনিক ডিজাইনের

ফ্রেম ও পাওয়ার গ্লাসের বিশাল সম্ভার।

এবং আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা পাওয়ার চেকিং

এবং লেন্স প্রদানের সু-ব্যবস্থা আছে।

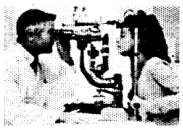

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

PRODUCTION BASED ROD PUPPET MAKING WORKSHOP

INSTRUCTOR

Dr. Shuvo Joarder

(Theatre & Puppet Researcher)

With assistance Sri Pradip Sarder

23 - 26 APRIL 2022 : 10 a.m - 5 p.m

ORGANISED BY

Chandpara ACTO Sangstha

Reg.No. S/1L88535

Chandpara Bazar. B.M.pally. North 24 Parganas

Venue: SNEHALATA SMRITI MANCHA.(OWN STAGE)

SEMINER

ORGANIZED BY Chandpara ACTO Sangstha .

SUBJECT

THE NEED FOR ROD PUPPETS AND MAGIC IN THEATRE

HONORABLE SPEAKER:

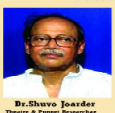

Dr.Shuvo Joarder
Theatre & Puppet Researchae

Magician Suvrangransu Chakraborty
Performer-Trainer & Researcher

CO-ORDINATOR

Director Chandpara ACTO Sangstha

26th (Tuesday) April 2022 : 5 p.m

VENUE:-SNEHALATA SMRITI MANCHA.B.M.PALLY.CHANDPARA.NORTH 24 PARGANAS.WEAST BENGAL

তান্ত্রিক জ্যোতিষ সম্রাট চণ্ডীরত্ন গীতাভারতী, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত

এস এস আচার্য / এস এস চ্যাটার্জী

ব্যবসা, চাকুরী, বিবাহ, বিদেশযাত্রা, গ্রহদোষ, বাস্তদোষ, প্রতিকারসহ শ্রাদ্ধ-শান্তি, উপনয়ণ এবং প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।

পুরোহিত শুভজিৎ আচার্য

চাঁদপাড়া ১নং রেলবাজার, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, ২৪ পরঃ (উঃ)

মোঃ ৯৩৩২২৩৬১১৫/৯৭৩৪৩৭৮৯০৩/৮৩৭১০৪৬৪৯৭

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at Kumar Press at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9647791986 / 7076271952
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in
Editor- Utpal Mallick